মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে বিএসএফ’র গুলিতে আহত বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৭ মে মহেশপুর সীমান্তের শ্যামকুড় “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় এই গুলির ঘটনা ঘটে। নিহত বাংলাদেশী যুবকের নাম নাসির উদ্দীন (৪৪)। নাসির উদ্দীন মহেশপুর উপজেলার শ্যামকুড় পশ্চিমপাড়ার লুৎফর রহমানের ছেলে। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নাসির উদ্দীনের প্রতিবেশীরা জানান, গত ১৭ মে শ্যামকুড় গ্রামের নাসির, একই উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের বর্ডার রিপন ও অনন্তপুর গ্রামের সোহাগ ভারত সীমান্তে গেলে পাখিউড়া বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে প্লাস্টিক বল এ্যামিনেশন (ছররা গুলি) নিক্ষেপ করে। গুলিতে নাসিরসহ তার দুই সহযোগী আহত হন। বিষয়টি গোপন রেখে গুলিবিদ্ধরা গোপনে চিকিৎসা নেন। অন্য দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেও নাসির মারা যান।

স্থানীয় শ্যামকুড় ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর শহিদুল ইসলাম জানান, গত ১৭ মে সীমান্তের “চেয়ারম্যান ঘাট” এলাকায় নাসির গুলিবিদ্ধ হন। সীমান্ত এলাকায় গেলে ভারতের পাখিউড়া বিএসএফ’র সদস্যরা তাকে গুলি করে। পেটে ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে নাসির অত্যান্ত গোপনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৩ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার (৩০ মে) ভোরে তিনি মারা যান।

নিহত নাসিরের প্রতিবেশি চাচা শ্যামকুড় ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহানুর বলেন, ভাতিজা মারা গেছেন এটা সত্য, তবে কিভাবে মারা গেছেন তা আমি জানিনা। শুক্রবার জুম্মাবাদ তার দাফন হয়েছে বলেও তিনি নিশ্চিত করেন।

মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল রফিকুল আলম বলেন, ঘটনা

জানতে পেরে আমরা সেখানে বিজিবি পাঠিয়েছিলাম কিন্তু নাসির উদ্দীন বিএসএফের গুলিতে আহত হয়েছিল কিনা তার সত্যতা পাওয়া যায়নি এবং পরিবারের পক্ষ থেকে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য এর আগে গত ১১ এপ্রিল বাঘাডাঙ্গা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ওয়াসিম ও ২৭ এপ্রিল একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের হানিফ আলীর ছেলে ওবাইদুর রহমান বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন। দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও বিএসএফ দুই বাংলাদেশীর লাশ এখনো ফেরৎ দেয়নি। তবে বিজিবি বলছে নিহত দুই বাংলাদেশীর লাশ বিএসএফ ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ কারণে লাশ ফেরৎ পেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

মহেশপুরে পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পানিতে ডুবে আফিয়া খাতুন (১২) ও সাথিয়া খাতুন
(৮) নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা একে অপরের চাচাত বোন। বুধবার সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য গোসল করতে পুকুরে নেমে ওই দুই শিশু পানিতে ডুবে যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বুধবার (২৮ মে) সকাল ৯টার দিকে মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত আফিয়া খোসালপুর গ্রামের শফিকুল ও সাথিয়া একই গ্রামের খায়রুল ইসলামের মেয়ে। তারা খোসালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আফিয়ার মামা এনামুল হক জানান, সকালে দুই বোন স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ির পাশে পুকুরে গোসল করতে নামে। এক পর্যায়ে তারা পানিতে ডুবে যায়। পরিবারের লোকজন দীর্ঘক্ষণ তাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে পুকুরে গিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। মৃত আফিয়া ও সাথিয়া সম্পর্কে আপন চাচাতো বোন। এ ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহেশপুর থানার ওসি (তদন্ত) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছি।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু, রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুর তাহেরহুদা ইউনিয়নের আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।
রবিবার দুপুরে উপজেলার বেল্টুর মোড়ে নিজ দোকানের সামনে থেকে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিনি গুরতর আহত হন, তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। অনেক চেষ্টা করার পরও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

হাসপাতালের কর্মরতত মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার আল আমিন জানান, তিনি দুর্ঘটনায় কবলিত হয়ে হাসপাতালে আসলে আমরা তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা দিয়েছিলাম। রুগীর অবস্থা অবনতি হলে পরিবারের পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে রেফার্ড করা হলে, কিছুক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামানের উপস্থিতিতে ওসি তদন্ত মারফত আলী’র নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যূ কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী, তিন কন্যা ও দুই পুত্রসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন

রেখে গেছেন।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম রউফ খান জানান, ঘটনাটি শুনার পর দ্রুত ঘটনাস্তলে গিয়ে দুর্ঘটনার খোজ খবর নিয়েছি এবং এই বীর মুক্তিযোদ্ধার এই মৃত্যুর ঘটনাটি সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধারা এবং উপজেলা প্রশাসন তাঁর মৃত্যুতে গভির শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু মামলার আসামি পলাশ কারাগারে

মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কে দুর্ঘটনায় ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. শাহজাহান আলীর আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন পলাশ। আদালতের বিচারক তার জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। পলাশ উচ্চ আদালত থেকে চার সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে ছিলেন। জামিনের মেয়াদ শেষ হলে তিনি নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করেন।

ঘটনার চার দিন পর, গত ৪ এপ্রিল নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান সোহাগের চাচা সাইদুজ্জামান বাদী হয়ে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর ৯৮/১০৫ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নম্বর—০৭।

আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে। দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারের মালিকও তিনি। তিনি মেহেরপুর পশুহাট সংলগ্ন ভুট্টা

ক্রয় কেন্দ্রে বিপি করপোরেশনের মালিক।

মামলায় আসামিপক্ষে মারুফ আহমেদ বিজন ও কামরুল হাসান এবং সরকারপক্ষে কোর্ট পরিদর্শক জিয়াউল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেন পলাশকে নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্য দিয়ে আদালত থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। এ সময় সাংবাদিকরা ছবি তুলতে বা ভিডিও করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় বলে জানা গেছে।

মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৩১ মার্চ রোজার ঈদের দিন বিকালে প্রাইভেট কার চালক পলাশ হোসেন বেপরোয়া গতিতে আমঝুপি থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিলেন। এ সময় ভ্যানচালক আলী হাসান তার পরিবারের লোকজন নিয়ে ভ্যানযোগে আমঝুপির দিকে যাচ্ছিলেন। প্রাইভেট কারটি প্রথমে পাখিভ্যানের সাথে সজোরে ধাক্কা মারলে ভ্যানের সকল যাত্রী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে প্রাইভেট কারটি একটি মোটরসাইকেলকেও ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আখতারুজ্জামান শোভন ও তার বন্ধু আল ইমরান রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে মারাত্মক আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স তাদেরকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে ব্যাংক কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান মারা যান। এছাড়া অবস্থার অবনতি হওয়ায় আল ইমরানকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ও জুবায়ের হাসানকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। রাজশাহীতে নেওয়ার পথে সন্ধ্যার দিকে পাবনার মধ্যে শিশু জুবায়ের হোসেন মারা যান। আল ইমরান রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে মারা যান।

এদিকে, দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে সেখানে দেখা যায়, যে তিনজন নিহত হয়েছে তারা সবাই তাদের সঠিক সাইডে ছিলেন এবং আসামি তার গাড়ি হতে বেরিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। মামলার বাদী অভিযোগ করে এজাহারে উল্লেখ করেছেন, আসামি পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করেছে।

কোটচাঁদপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন কোটচাঁদপুরের কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন (২০) ও এনজিও কর্মী মামুন হোসেন (৩৫)। শনিবার সকালে যশোর সড়কের চুরামনকাঠি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে কলেজ ছাত্র রিয়াল হোসেন মারা যান এবং এনজিও কর্মী মামুন হোসেন বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। উভয়ের বাড়ি কোটচাঁদপুর পৌরসভার কাশিপুর গ্রামে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রিয়াল হোসেন কাশিপুর গ্রামের ঈমান উদ্দিনের একমাত্র ছেলে। তিনি যশোর এম.এম কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মামুন হোসেন ওই গ্রামের শামসুল মণ্ডলের ছেলে এবং যশোরে শিশু ফাউন্ডেশনে চাকরি করেন। সম্পর্কে তারা শ্যালক ও বোনাই।

শনিবার সকালে দুইজন মিলে মোটরসাইকেলে করে যশোর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চুরামনকাঠি এলাকায় দুর্ঘটনার শিকার হন তারা। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে মামুনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং রিয়ালকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

খুলনা নেওয়ার পথে রিয়াল মারা গেলে তাকে কোটচাঁদপুরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। অপরদিকে মামুন যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রিয়াল ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান। তার আরও দুটি বোন রয়েছে। ছেলের মৃত্যুর খবরে বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সহপাঠী, স্বজন ও প্রতিবেশীরা শোক প্রকাশ করতে কাশিপুর গ্রামের বাড়িতে ছুটে আসেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) শহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর হাসপাতালে যায় এবং মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে

[redacted]

[redacted]

জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

মেহেরপুরে সাপে কেটে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কেটে আবুল কাশেম (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ মে) দুপুরে উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের জালশুকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি মৃত আবু জেহেলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে মাঠে মহিষ চরাতে গেলে হঠাৎ একটি বিষধর সাপ আবুল কাশেমকে দংশন করে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্থানীয় এক ওঝার মাধ্যমে বিষ নামানোর চেষ্টা করেন।

কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং সেখান থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। রাত ৯টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

মুজিবনগরে শসার জমির ঘাস খেয়ে ৫টি গরুর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামে শসার জমির ঘাস খেয়ে পাঁচটি গরু মারা গেছে। আরও কয়েকটি গরু গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি আব্দুল লতিফ জানান, তার খামারে ছোট-বড় মিলিয়ে ৩০টি গরু ছিল। কয়েক দিন আগে তিনি নিজ খামারের পাশে থাকা একটি শসার জমি থেকে ঘাস কেটে এনে গরুগুলোর খাবার দেন। ঘাস খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গরুগুলোর শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। শুরু হয় বিষক্রিয়ার উপসর্গ; গরুগুলো একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

খামারি আরও জানান, গরুগুলোর চিকিৎসার জন্য স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করা হয়। পরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে গিয়ে গরুগুলোকে চিকিৎসা দেন এবং খামারিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। তৎপরতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পাঁচটি গরু মারা যায়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হারিসুল আবিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শসার জমিতে কীটনাশক ছিটানো হয়েছিল এবং সেই জমির ঘাস খাওয়ার ফলে গরুগুলোর শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। বিষয়টি আরও ভালোভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্ষতিগ্রস্ত খামারি আব্দুল লতিফ এ ঘটনায় অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেয়েছেন বলে জানান। তিনি প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিও জানিয়েছেন।

গাংনীতে বজ্রপাতে নারীর মৃত্যু, আহত এক

মেহেরপুরের গাংনীতে বজ্রপাতে রিতা খাতুন (৩৮) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। অপর এক স্থানে বজ্রপাত আহত হয়েছেন ফাতেমা খাতুন
(৩৫) নামে আরেক গৃহবধূ।

বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলার রায়পুর ও সাহারবাটি গ্রামে পৃথক স্থানে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিতা খাতুন রায়পুর গ্রামের কিয়াম আলীর স্ত্রী। আহত ফাতেমা খাতুন সাহারবাটি গ্রামের বেগুলের স্ত্রী ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে হঠাৎ বজ্রসহ বৃষ্টির সময় রিতা খাতুন মাঠে ধান কুড়াতে গেলে বজ্রপাতের শিকার হন। ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। একই সময়ে ফাতেমা খাতুন বাড়ির পাশে পুকুর থেকে পানি আনতে গিয়ে বজ্রাঘাতে গুরুতর আহত হন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার জাহিদ হাসান বলেন, ‘রিতা খাতুনকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। আহত ফাতেমা খাতুন চিকিৎসাধীন এবং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।” এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদায় ধান শুকাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

দামুড়হুদায় ঘরের ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে নাসিমা খাতুন(৪৫) নামে এক মধ্যবয়সী নারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত নাসিমা খাতুন উপজেলার নতুন বাস্তপুর গ্রামের স্কুল পাড়ার গোলাম মস্তফা ওরফে ফয়মদ্দীনের স্ত্রী।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১১ টার দিকে নিজ ঘরের ছাঁদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।প্রতিবেশীরা জানায়, সকালে ধান সিদ্ধ করে নীজের বাড়ীর ছাঁদে শুকাতে দেয়। পরে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে নাসিমা ছাঁদে উঠে ধান উল্টাছিল এ সময় সে অসাবধানতা বসত ছাঁদ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্নক আহত হয়।

পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। হাসপতালের বহিৃবিভাগের চিকিৎসক ডাঃ শাপলা খাতুন পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষনা করেন। ডাঃ শাপলা খাতুন বলেন, হাসপাতালে পৌছানের আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।
দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,ছাঁদে ধান শুকাতে গিয়ে ছাঁদ থেকে পড়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। তবে এখনো কেউ কোন অভিযোগ করেনি।